ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আসিল বাহিরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বদনের পরে।।
গালাগালি দিয়া বলে 'ওঠ বেটা দুষ্ট।
বল দেখি তোর কেন হ'ল এত কষ্ট।।
সোর শব্দে বলে বলে কেটেছে সময়।
এবে বল কোথা বল সব বল ক্ষয়।।
দেহ খাটাইয়া লোক ধন উপার্জ্জয়।
সেই ধন কাকেরে বকেরে কে খাওয়ায়?
এখন সে সোর শব্দ রহিল কোথায়?
একা আসা একা যাওয়া সাথী কেবা হয়?'
বদন বলিছে "প্রভু মরিয়াছি আমি।
ভগ্নতরী ডুবে মরি কর্ণধার তুমি।।"
ঠাকুর বলেন 'চিনে সে কাণ্ডারী ধর।
মরিলি যদ্যপি বেটা ভাল ক'রে মর্।।'
বদন বলেন 'মম ডুবুডুবু তরী।
আর কি চিনিতে যা'ব চিনেছি কাণ্ডারী।।'
বদন বলেন 'তরী সবে যায় বেয়ে।
ডুবাতরী যেই বাহে তারে বলি নেয়ে।।'
বদন বলেন হরি পদতরী দেও।
ছাড়িলাম দেহতরী বাও বা না বাও।।'
হরি হরি হরি বলি উঠিল বদন।
ধরণী লোটা'য়ে ধরে প্রভুর চরণ।।
সঙ্গে আসিয়াছে যারা রহে জোড় করে।
ঠাকুর বলিলেন 'তোরা ফিরে যারে ঘরে।।
বাড়ী গিয়া বল সবে মরেছে বদন।
যে দারুণ পেট ব্যথা না রবে জীবন।।
কেহ যদি থাকে সে করুক শ্রাদ্ধআদি।
বল গিয়া বদন ম'রেছে ওড়াকান্দী।।
মৃতদেহ এনে তোরা রাখিলি এখানে।
এখনে মরিবে ওকে কে ফেলিবে টেনে।।'
ইহা বলি তা সবারে পাঠাইল ঘরে।
পদ দিল বদনের পেটের উপরে।।
জীয়ন্তে কাহার পেটে কে করয় ছিদ্র।
পেটের ঘায়ের পর দিল পাদপদ্ম।।
অমনি পেটের ঘা শুকাইয়া গেল।
হরি হরি হরি বলি বদন উঠিল।।
ঠাকুর বলেন 'তোর পেটে ছিল যেই।
দেখ বাছা তোর পেটে আছে কিনা সেই।।
বদন বলেন 'মোর পেটে যেই ছিল।
শ্রীপদ পরশে সেই মুক্তি পেয়ে গেল।।
হরি ভিন্ন বদনে বলে না অন্য বোল।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি ব'লেছে কেবল।।
বায়ু যবে পশে তার হৃদয় মাঝেতে।
শত হরিনাম লয় প্রতি নিঃশ্বাসেতে।।
বায়ু যবে বে'র হয় তাহার সঙ্গেতে।
পঞ্চাশৎ হরিনাম করে সে কালেতে।।
কেহ যদি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করয়।
নাম সঙ্গে কথা কয় নাম করে লয়।।
কোন কালে নাম করা ক্ষান্ত নাহি হয়।
হাতে, মুখে, চোখে ঈষৎ ইঙ্গিত দেখায়।।
কেহ যদি বলে 'কিছু খাওরে বদন।'
বলে-হরি দেও-হরি করিব ভোজন।।
ঠাকুর বলেন যদি বাড়ী যেতে বোল।
বলে 'হরি হে হরি যা'ব না হরিবোল।।'
ঠাকুর বলেন তবে মম সঙ্গে আয়।
'হরি হরি হরি' বলি পিছে পিছে ধায়।।
বাসস্থান পূর্বদিকে ধান্যভূমি ছিল।
তার মধ্যে উচ্চ এক স্থান আছে ভাল।।
সেই স্থানে আছে এক হিজলের গাছ।
পূর্বমুখ বসিলেন গাছ করি পাছ।।
ঠাকুর বলেন 'তোর ক্ষুধা লাগে নাই।'
বলে 'হরি বল, হরি চল, হরি খাই।।'
সেখানে দেখিল প্রভু একটি সুড়ঙ্গ।
সুড়ঙ্গ হইতে বের হইল ভুজঙ্গ।।